রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কে রোসাটমের ভ্রান্ত প্রচারণার জবাব

মওদুদ রহমান ও দেবাশীষ সরকার

রাশিয়ার 'রোসাটম' বাংলাদেশের রূপপুরে পারমাণবিক প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কোম্পানি। গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর এই কোম্পানির দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সিইও আন্দ্রেই শেভ্লাকোভ 'Changing perceptions on nuclear energy' শিরোনামে ডেইলি স্টারে একটি লেখা প্রকাশ করেন। সেই লেখার মিথ্যা দাবি এবং ভুলে ভরা বিশ্লেষণের প্রতিবাদ স্বরূপ এ বছরের ২১ জানুয়ারি ডেইলি স্টারেই 'Nuclear Power: Challenging Rosatom's claims' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত রোসাটম থেকে এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। সর্বজনকথার জন্য এই লেখাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন লেখকদ্বয়।

ডেইলি স্টারে প্রকাশিত লেখায় আন্দ্রেই শেভ্লাকোভ পরমাণু বিদ্যুৎ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা লক্ষ করে নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। পরমাণু ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি 'রোসাটম'-এর সিইও হিসেবে পরমাণু বিদ্যুৎ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা প্রচার ও গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিশেষ করে ২০১১ সালে ফুকুশিমা দুর্ঘটনার পর বিশ্বজুড়ে পরমাণু ব্যবসার মন্দাকালীন সময়ে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কোম্পানিগুলোর কাছে এ ধরনের প্রচারণাই এখন বেঁচে থাকার সম্বল। রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কর্তা ব্যক্তি হিসেবে পত্রিকায় লিখে এ ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণের চেষ্টাকে আমরা সাধুবাদই জানাই। তবে আমাদের এই লিখিত প্রতিবাদ, ওই লেখায় ভুলে ভরা তথ্য উপস্থাপন করে যুক্তি প্রতিষ্ঠায় ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে। শেভ্লাকোভের লেখায় বাস্তব অবস্থার পুরোটাই ঢাকা পড়ে গেছে; উপরন্তু রূপপুরের মত ধ্বংসাত্মক প্রকল্পকে যেনতেনভাবে জনসম্মতি পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা ছিল প্রকট।

রূপপুর প্রকল্পে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে তাঁর কোম্পানি কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে শেভ্লাকোভ সেটা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'জনসম্মতির ভিত্তিতে প্রকল্পকাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শুধু এই প্রকল্পটির জন্যই নয়, বরং পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।' কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে রূপপুর প্রকল্পে এ পর্যন্ত প্রকল্প বহির্ভূত কারো মতামত বিবেচনায় নেয়ার উদ্যোগ দেখা যায়নি। উপরন্তু ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এই প্রকল্পকাজ শুরু হবার আগেই কারো মতামতের তোয়াক্কা না করে ২০৪১ সালের মধ্যে আরো ৪,৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের রূপরেখা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। কাজেই পরমাণু বিদ্যুৎ সম্পর্কে জনসাধারণের ইতিবাচক ধারণা সংক্রান্ত শেভ্লাকোভের দাবিটি বাতুলতা মাত্র। বাস্তব সত্য হচ্ছে, তাঁরা আমাদের ওপর পরমাণু বিদ্যুতের সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

জনসাধারণের সাথে কোম্পানির যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে তাঁরা কী কী করছেন সেই উদাহরণ দিতে গিয়ে বাংলাদেশের কিছু তরুণের রাশিয়া যাবার ব্যবস্থা করে দেয়া এবং বাছাই করা সাংবাদিকদের ঈশ্বরদীতে ঘুরিয়ে আনার কথা বলেছেন। রাশিয়ায় ভ্রমণ কারো কারো কাছে আজন্মলালিত স্বপ্ন হতেই পারে এবং ব্যক্তিগত এই আহ্লাদ পূরণ করায় রোসাটম কারো কারো সাধুবাদ পেতেই পারে; কিন্তু আমাদের এটা বুঝে আসে না যে কী করে এ ধরনের সফর পরমাণু বিদ্যুতের মত বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা পরিবর্তনে কাজে লাগতে পারে। তাঁদের কাছে কি কোন পরিসংখ্যান আছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের কত ভাগ মানুষ রূপপুর প্রকল্প সম্পর্কে জানে তা দাবি করা যায়? বিজ্ঞাপন আর প্রোপাগান্ডামূলক প্রচারণা ছাড়া স্থানীয় জনসাধারণ প্রতিনিধি কিংবা স্বাধীন বিশেষজ্ঞ মহলের মতামত আমলে নেয়ার কোন ব্যবস্থা কি এ পর্যন্ত করা হয়েছে? কেন এখন পর্যন্ত অতি জরুরি পরিবেশগত সমীক্ষা রিপোর্টটি পর্যন্ত প্রকাশ করা হল না? তথ্যের অবাধ প্রবাহহীন পরিবেশ জিইয়ে রেখে তাঁরা কোন উপায়ে সর্বজনের মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করছেন? গুটিকয়েকের এই বিদেশ ভ্রমণ আর এলাকা পরিদর্শনের গালগপ্প আসলে প্রকৃত চিত্র লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা হিসেবেই লেখাটিতে তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।

বিজ্ঞাপন আর প্রোপাগান্ডামূলক প্রচারণা ছাড়া স্থানীয় জনসাধারণ প্রতিনিধি কিংবা স্বাধীন বিশেষজ্ঞ মহলের মতামত আমলে নেয়ার কোন ব্যবস্থা কি এ পর্যন্ত করা হয়েছে? কেন এখন পর্যন্ত অতি জরুরি পরিবেশগত সমীক্ষা রিপোর্টটি পর্যন্ত প্রকাশ করা হল না? তথ্যের অবাধ প্রবাহহীন পরিবেশ জিইয়ে রেখে তাঁরা কোন উপায়ে সর্বজনের মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করছেন? গুটিকয়েকের এই বিদেশ ভ্রমণ আর এলাকা পরিদর্শনের গালগপ্প আসলে প্রকৃত চিত্র লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা হিসেবেই লেখাটিতে তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু লেখক তাঁর লেখার বেশ বড় একটা অংশই ব্যয় করেছেন এই ধরনের ভ্রমণ স্পন্সরিংয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে।

শেভ্লাকোভ বলেছেন, তাঁর কোম্পানি 'রোসাটম' পরমাণু স্থাপনা নির্মাণে নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সির (আইএইএ) নির্দেশনা মেনে চলে। আইএইএর গাইডলাইন অনুসারে যে কোন নিউক্লিয়ার চুল্লির চারপাশের জায়গাকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরটি হচ্ছে Precautionary Action Zone, যা আশপাশের পাঁচ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কোন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় এই এলাকায় বসবাসরত সকলকে ১৫ মিনিটের নোটিশে স্থানান্তর করার প্রস্তুতি থাকতে হয়। দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে Urgent Protective Action Planning Zone, যা কোন চুল্লির আশপাশে ৩০ কিলোমিটার

এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কোন জরুরি পরিস্থিতিতে এই এলাকার সবাইকে মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে স্থানান্তর করার প্রস্তুতি থাকতে হয়। পাবনা, ভেড়ামারা, লালপুর, কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদীতে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁরা সকলেই রূপপুর পারমাণবিক চুল্লির ৩০ কিলোমিটার বলয়ের মধ্যেই থাকবেন। সরকারের তরফ থেকে কি এই এলাকার বাসিন্দাদের যে কোন সময়ে উদ্ভূত জরুরি অবস্থা সম্পর্কে জানানো হয়েছে? আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি মেনে কি কয়েক লাখ মানুষকে মাত্র ঘণ্টাখানেকের নোটিশে সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি রাখা হবে? সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, ঘনবসতির বাংলাদেশে এই ধরনের প্রস্তুতি এবং কয়েক লাখ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা রাখা আদৌ কি সম্ভব হবে? আমাদের নিজস্ব গবেষণা অনুসন্ধানে আমরা স্থানীয় এমন কাউকে পাইনি, যে মাত্র ১৫ মিনিটের নোটিশে পূর্বপুরুষের ভিটা ত্যাগ করতে রাজি আছে।

শেভ্‌লাকোভ ধরেই নিয়েছেন যে বাংলাদেশে যাঁরা পরমাণু বিদ্যুতের বিরোধিতা করছেন তাঁরা জুজুর ভয়ে ভীত, তাঁদের কাছে কোন তথ্য, উপাত্ত, বিশ্লেষণ নেই। তবে আমরা তাঁকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, পরমাণু বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমাদের মতামত এবং বিরোধিতা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক এবং তথ্য-প্রমাণ সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে আমরা শেভ্‌লাকোভের কোম্পানি রোসাটমের ছলচাতুরির সুদীর্ঘ ইতিহাস মনে না করিয়ে দিয়ে পারছি না। এই কোম্পানি মানহীন প্রযুক্তি স্থাপন এবং স্থানীয় স্বাধীন বিশেষজ্ঞ মহলের মতামত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করার মত গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত। ভারতের কুদানকুলামে তারা সম্প্রতি যে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছে, সেখানে এই প্রতিটি অভিযোগেরই প্রমাণ রয়েছে। এমনকি গত বছরের অক্টোবর মাসেও ফ্রান্সের পরমাণু নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইউরোপের সীমানায় রুথেনিয়াম-১০৬ নামের একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উপস্থিতি টের পায়, যা রাশিয়ার কোন এক পারমাণবিক স্থাপনা থেকে ছড়িয়েছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু অস্বীকার আর অস্বীকৃতির সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত রাশিয়ার পরমাণু এজেন্সি এ ঘটনায় কোন ধরনের দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানায় (দ্য গার্ডিয়ান, ২১ নভেম্বর ২০১৭)। কাজেই আমরা বলতে চাই যে রূপপুর প্রকল্প নিয়ে আমাদের বিরোধিতার ভিত্তি অজানা কোন ভয় নয়, বরং রোসাটমের মত পরমাণু ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর অতীত কদর্য ইতিহাসই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রক্ষায় আমাদের এই বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করছে।

শেভ্‌লাকোভ গর্ব ভরে জানিয়েছেন যে রূপপুর প্রকল্পে নাকি অতি উন্নত 'থার্ড জেনারেশন পাস' প্রযুক্তি বসানো হবে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে এই উন্নত প্রযুক্তির লেবেল ব্যবসা প্রচার আর প্রসারের বাহানা মাত্র। প্রযুক্তির উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং নিয়ত গবেষণার মাধ্যমে এটিতে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ হবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই থার্ড জেনারেশনের ট্যাগ লাগানো প্রযুক্তি রোসাটমের ঝুড়িতে থাকা সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি হতে পারে, কিন্তু এটাই সর্বশেষ নয়। ফুকুশিমা দুর্ঘটনাকালে জাপানের হাতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিই ছিল, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। উপরন্তু দুর্ঘটনা মোকাবেলাতেই পরমাণু বিদ্যুতের কার্যকারিতা প্রমাণ হয়ে যায় না। এর সাথে আছে অতিরিক্ত খরচ আর নিয়ত ছড়াতে থাকা বিকিরণ দূষণের মত জরুরি বিষয়গুলোও। কাজেই 'থার্ড জেনারেশন প্লাস' প্রযুক্তির ঝোলানো মূলা এক্ষেত্রে কোন কাজে আসবে না। উন্নত প্রযুক্তির গালগপ্প কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ভাষা হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে কোন সিদ্ধান্ত নিলে আমাদের চলবে না।

লেখকদ্বয় : প্রকৌশলী ও গবেষক
ইমেইল : mowdudur@gmail.com,
sdebasishbd@gmail.com

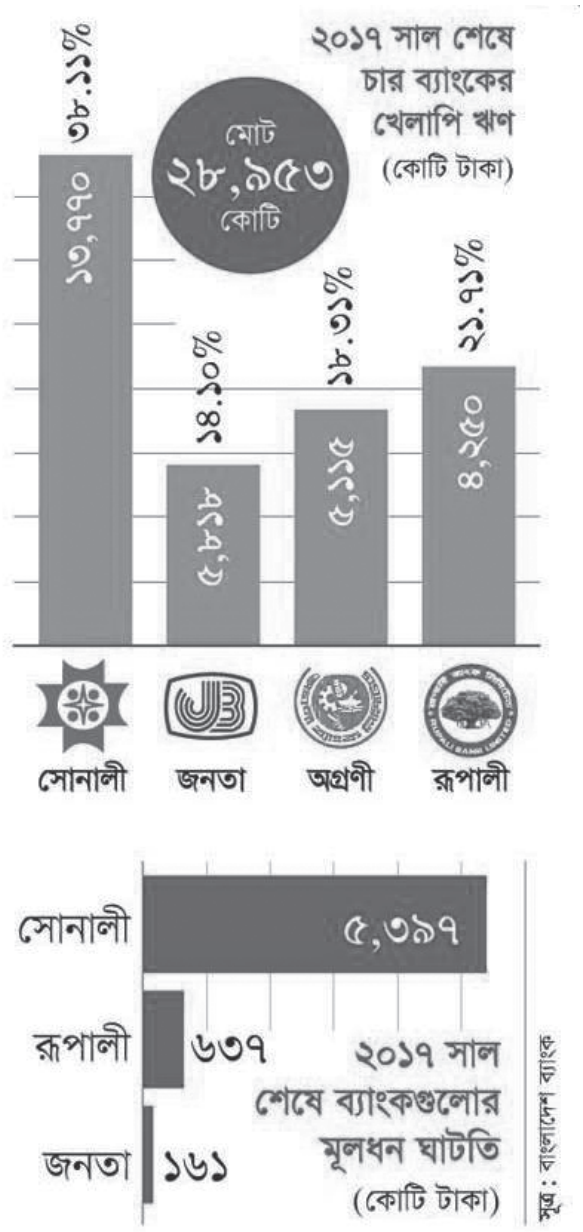

সূত্র: বণিক বার্তা, ০৪ এপ্রিল ২০১৮